রেওয়ামিল

ইউনিট 4

ভূমিকা

রেওয়ামিল হল হিসাব চক্রের তৃতীয় ধাপ। আমরা জানি জাবেদা থেকে খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়। এই খতিয়ানে লিপিবদ্ধ হিসাবসমূহের উদ্বৃত্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয়েছে কিনা তার গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য তৈরি করা হয় রেওয়ামিল। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারের ফলে খতিয়ানের ডেবিট জেরগুলোর সাথে ক্রেডিট জেরগুলোর যোগফল পুরোপুরি মিলে যাবে। রেওয়ামিল আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে তৈরী করা হয়। তাই অসাবধানতা বা হিসাববিজ্ঞানের পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবে যাতে হিসাবরক্ষণ কাজে কোন ভুল না হয় সেদিকে সঠিক খেয়াল রাখতে হবে। তবে রেওয়ামিল প্রস্তুত করলে হিসাবের ভুল-ত্রুটি সহজেই ধরা পড়ে এবং তা সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যায়।

মুখ্য শব্দ	রেওয়ামিল,উদ্বৃত্তকরণ, অনিশ্চিত হিসাব, অশুদ্ধি, অশুদ্ধি সংশোধন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

পাঠ-৪.১ রেওয়ামিলের ধারণা, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- রেওয়ামিলের ধারণা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- রেওয়ামিলের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- রেওয়ামিলের বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে পারবেন।

রেওয়ামিলের ধারণা

রেওয়ামিল হিসাব চক্রের তৃতীয় ধাপ। এটি খতিয়ানে লিপিবদ্ধ হিসাবসমূহের উদ্বৃত্ত নির্ণয় সঠিক হয়েছে কিনা এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়। ইংরেজি Trial Balance এর বাংলা অর্থ হল রেওয়ামিল।

রেওয়ামিল কোন হিসাবখাত নয়। খতিয়ান হিসাবের ডেবিট এবং ক্রেডিট উদ্বৃত্তগুলো নিয়ে তালিকা আকারে মিলকরণ বিবরণী তৈরী করাকে রেওয়ামিল বলে। খতিয়ান হিসাবের উদ্বৃত্তগুলো একটি কাগজে ছক আকারে পর্যায়ক্রমে ক্রমিক নং, হিসাবের নাম, খতিয়ান পৃষ্ঠা এবং ডেবিট উদ্বৃত্ত ডেবিট কলামে ও ক্রেডিট উদ্বৃত্ত ক্রেডিট কলামে লিখে রেওয়ামিল প্রস্তুত করতে হয়।

রেওয়ামিলের উভয় পার্শ্বের যোগফল মিলে যায়। কারণ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি লেনদেনকে সমান অংকে ডেবিট এবং ক্রেডিট করা হয় বলে রেওয়ামিলের ডেবিট এবং ক্রেডিট কলামের টাকার পরিমান অর্থাৎ যোগফল সমান হয়। রেওয়ামিল যদিও হিসাবের কোন অংশ নয় তথাপি আর্থিক বিবরণী নির্ভুল এবং সঠিকভাবে প্রণয়নের জন্য ইহা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

রেওয়ামিলের উদ্দেশ্য

যদিও রেওয়ামিল কোন হিসাবের অংশ নয় তথাপি চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নের পূর্বে হিসাবের নির্ভুলতা যাচাই করার জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। রেওয়ামিলের মূল উদ্দেশ্য হল দুটি- প্রতিটি হিসাব সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিনা এবং খতিয়ান উদ্বৃত্তগুলোর গাণিতিক নির্ভুলতা প্রদর্শন করে কিনা যাচাই করে নেওয়া। রেওয়ামিলের প্রভাব বিবেচনা করলে আরো কিছু উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায় এবং এগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই ঃ** গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই রেওয়ামিলের প্রধান উদ্দেশ্য, তাই প্রতিটি লেনদেন সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে দু'তরফা দাখিলা নীতি অনুযায়ী জাবেদা ও খতিয়ানে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা পাশাপাশি গাণিতিকভাবে হিসাবকার্য নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা জানার উদ্দেশ্যে রেওয়ামিল তৈরি করা হয়।

২. **দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির প্রয়োগ ঃ** দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে প্রতিটি লেনদেনের দুটি পক্ষের একটিকে ডেবিট এবং অপরটিকে ক্রেডিট করে হিসাবভূক্ত করা হয়। নির্দিষ্ট সময় পরে সব ডেবিট এবং ক্রেডিট এর যোগফল সমান হলে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়।

৩. **আর্থিক বিবরণী প্রণয়নঃ** লেনদেনগুলোর জাবেদা ও খতিয়ানভূক্ত করার পর জের নির্ণয় করা হয়। খতিয়ানের সকল উদ্বৃত্তই রেওয়ামিলে থাকে ফলে আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন সহজ হয়।

৪. **শ্রম ও সময় অপচয় রোধ ঃ** খতিয়ানের সকল জেরসমূহ রেওয়ামিলে অন্তর্ভূক্ত থাকে বিধায় আর্থিক বিবরণী প্রণয়নে শ্রম ও সময় অপচয় রোধ করা যায়।

৫. **ভুল উদ্‌ঘাটন ঃ** হিসাবরক্ষক রেওয়ামিল তৈরি করলে পরবর্তীতে তিনি নিজে বা অন্য কোন অভিজ্ঞ লোক সহজে বুঝতে পারেন হিসাবগুলিতে কোন ভুল আছে কিনা। যদি কোন ভুল থাকে তা সহজে উদ্‌ঘাটন করা যায়।

৬. **তথ্য প্রদান ঃ** যেহেতু সকল খতিয়ান হিসাবের উদ্বৃত্ত নিয়ে রেওয়ামিল তৈরী করা হয়, সেহেতু ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ একসঙ্গে সকল তথ্য পেয়ে থাকেন। পরবর্তীতে এ তথ্যগুলো ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাজে বারবার ব্যবহৃত হয়।

৭. **তুলনামূলক বিশ্লেষণ ঃ** রেওয়ামিলে খতিয়ানের সকল জের অন্তর্ভূক্ত থাকে বিধায় এগুলো একনজরে দেখা যায়। ফলে এক হিসাবের সাথে অন্য হিসাবের এবং বিভিন্ন বছরের জেরের মধ্যে তুলনামূলক তুলনা করা সহজ হয়।

৮. **আর্থিক অবস্থা ও প্রবনতা সম্পর্কে ধারণা ঃ** রেওয়ামিল তৈরী করলে এতে সকল হিসাবের উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়। ব্যবসায়ী উক্ত রেওয়ামিল পর্যবেক্ষণ করে তার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ও প্রবনতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।

রেওয়ামিলের বৈশিষ্ট্য

Characteristices of Trial Balance

হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য মূলত: রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। এটি আর্থিক বিবরণী প্রণয়নে সাহায্য করে। নিম্নে রেওয়ামিলের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো:

১. **বিবরণী বা তালিকা ঃ** রেওয়ামিল খতিয়ানের জেরসমূহের সাহয্যে প্রস্তুতকৃত একটি তালিকা বা বিবরণী। এটি হিসাবের কোন অপরিহার্য অংশ নয়।

২. **গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই ঃ** এটি একটি বিবরণী বিশেষ যার মাধ্যমে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়।

৩. **পৃথক কাগজে প্রস্তুত ঃ** রেওয়ামিল পৃথক কাগজে তৈরী করা হয়। তাই আলাদা কোন হিসাবের বই এর জন্য সংরক্ষণ করতে হয় না।

৪. **নির্দিষ্ট সময় ঃ** এটি সাধারণত হিসাবকাল শেষে একটি নির্দিষ্ট তারিখে প্রস্তুত করা হয়।

৫. **সকল প্রকার হিসাব ঃ** হিসাবের প্রস্তুতি বা নির্বিশেষে সকল প্রকার হিসাব অর্থাৎ সম্পত্তি, দায়, মূলধন, আয়, ব্যয় হিসাবসমূহ এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৬. **ভুল নির্ণয় ঃ** এর মাধ্যমে জাবেদা ও খতিয়ানের ভুল ধরা যায়।

৭. **সমন্বয়কারী ঃ** এটি খতিয়ান ও আর্থিক বিবরণীর মধ্যে সমন্বয়কারী বিবরণী হিসেবে বিবেচিত।

৮. **আর্থিক অবস্থা ঃ** কারবারের সকল প্রকারের হিসাবই এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে বিধায় কারবারের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	'রেওয়ামিল কোন হিসাবখাত নয় ; এটি আর্থিক বিবরণী প্রণয়নের পূর্বে হিসাবের নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য তৈরি করা হয়'- ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

- খতিয়ানভুক্ত হিসাবের উদ্বৃত্তগুলো একটি কাগজে ছক আকারে ডেবিট উদ্বৃত্ত ডেবিট এবং ক্রেডিট উদ্বৃত্ত ক্রেডিট দিকে লিখে রেওয়ামিল তৈরী করা হয়।
- হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।
- রেওয়ামিলে মূলধন ও মুনাফাজাতীয় সকল হিসাব অন্তর্ভুক্ত হয়।
- সঠিক ও সফলভাবে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের জন্য রেওয়ামিল তৈরী করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. রেওয়ামিল কি?
   ক) জমা খরচ
   খ) লেনদেনের তালিকা
   গ) হিসাবের উদ্বৃত্তের তালিকা
   ঘ) ব্যয় হিসাব

২. রেওয়ামিল প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য?
   ক) লাভ-লোকসান নির্ণয় করা
   খ) আর্থিক অবস্থা যাচাই করা
   গ) হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই
   ঘ) আয়-ব্যয় নির্ণয় করা।

৩. সহজে হিসাবের ভুলত্রুটি ধরা পড়ে?
   ক) জাবেদায়
   খ) খতিয়ানে
   গ) উদ্বৃত্তপত্রে
   ঘ) রেওয়ামিলে

৪. রেওয়ামিল তৈরী করা হয়?
   ক) বছরের শুরুতে
   খ) মাসের শেষে
   গ) নির্দিষ্ট তারিখে
   ঘ) ছয় মাস পর পর

৫. রেওয়ামিল তৈরী করার উদ্দেশ্য?
   i. ডেবিট ক্রেডিট সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা
   ii. লেনদেনের জাবেদাভূক্ত করা
   ii. হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক) i
   খ) i ও ii
   গ) i ও iii
   ঘ) i , ii ও iii

৬. নিচের কোনটি রেওয়ামিলের বৈশিষ্ট্য?
   i. বিভিন্ন বছরের জেরগুলোর তুলনা করা
   ii. নির্দিষ্ট সময়ে প্রস্তুত করা
   iii. হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক) i
   খ) i ও ii
   গ) ii ও iii
   ঘ) i , ii ও iii

পাঠ-৪.২ রেওয়ামিল প্রস্তুত পদ্ধতি, বিবেচ্য বিষয় এবং নমুনা ছক।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- রেওয়ামিলের প্রস্তুত পদ্ধতি, বিবেচ্য বিষয়, প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনাসহ নমুনা ছক আঁকতে পারবেন।

রেওয়ামিল প্রস্তুত পদ্ধতি

রেওয়ামিল প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ রেওয়ামিল তৈরীর উদ্দেশ্য হলো হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা। রেওয়ামিল প্রস্তুতে তিনটি পদ্ধতি আছে।

নিম্নে এ তিনটি পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হলঃ

ক. উদ্বৃত্তের রেওয়ামিল (Trial Balance of Balance), খ. মোট যোগফলের রেওয়ামিল (Trial Balance of Total), গ. মোট যোগফল ও উদ্বৃত্তের রেওয়ামিল (Trial Balance of Total and Balance)

ক. উদ্বৃত্তের রেওয়ামিল (Trial Balance of Balance)ঃ এ পদ্ধতি অনুসারে খতিয়ানের বিভিন্ন হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট জের নির্ধারণ করে রেওয়ামিলের ডেবিট দিকে ডেবিট জেরগুলো এবং ক্রেডিট দিকে ক্রেডিট জেরগুলো লিপিবদ্ধ করে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। এ পদ্ধতিতে নির্ণীত রেওয়ামিলকে নীট রেওয়ামিল নামেও অভিহিত করা হয়।

নিম্নে এরূপ রেওয়ামিলের একটি নমুনা দেয়া হলঃ

আলম এন্ড কোং
৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃ পৃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১.	মূলধন হিসাব	১	-	৫,০০,০০০
২.	বিক্রয় হিসাব	২	-	২,০০,০০০
৩.	ব্যাংক জমার উর্দ্বৃত্ত	৩	৩,০০,০০০	-
৪	নগদ তহবিল	৪	৪,০০,০০০	-
			৭,০০,০০০	৭,০০,০০০

খ. মোট যোগফলের রেওয়ামিল (Trial Balance of Total) ঃ এ পদ্ধতিকে মোট রেওয়ামিলও বলা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে খতিয়ানভুক্ত হিসাবসমূহের জের না নিয়ে খতিয়ানের প্রতিটি হিসাবের ডেবিট দিকের যোগফল রেওয়ামিলের ডেবিট পার্শ্বে এবং খতিয়ানস্থ প্রতিটি হিসাবের ক্রেডিট দিকের যোগফল রেওয়ামিলের ক্রেডিট পার্শ্বে লিখে এই রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

নিম্নে এরূপ রেওয়ামিলের একটি নমুনা দেয়া হলঃ

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃ পৃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১.	মূলধন হিসাব	১	-	৫,০০,০০০
২.	ক্রয়, বিক্রয় হিসাব	২	১,০০,০০০	৩,০০,০০০
৩.	ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	৩	৩,০০,০০০	-
৪	নগদ তহবিল	৪	৪,০০,০০০	-
			৮,০০,০০০	৮,০০,০০০

গ. মোট যোগফল উদ্বৃত্তের রেওয়ামিল (Trial Balance of Total and Balance)ঃ এ পদ্ধতি হলো উদ্বৃত্তের রেওয়ামিল এবং মোট যোগফলের রেওয়ামিলের একটি সংমিশ্রণ মাত্র। এ পদ্ধতিতে খতিয়ানের প্রতিটি হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের যোগফলের অংক রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকে লেখা হয়। সাথে সাথে ডেবিট ও ক্রেডিটে আরো দুটি ঘর করা হয় যেখানে প্রতিটি হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট জের লেখা হয়।

নিম্নে এরূপ রেওয়ামিলের একটি নমুনা দেয়া হল ঃ

আপন ট্রেডার্স

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃ পৃ	টাকা		জের টাকা	
			ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
১.	মূলধন হিসাব	১	৩,০০,০০০	৫,০০,০০০	-	২,০০,০০০
২.	ক্রয়	২	২,০০,০০০	-	২,০০,০০০	-
৩.	বিক্রয় হিসাব	৩	-	৩,০০,০০০	-	৩,০০,০০০
৪	ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	৪	৪,০০,০০০	৩,০০,০০০	১,০০,০০০	-
৫.	নগদ তহবিল	৫	৩,০০,০০০	১,০০,০০০	২,০০,০০০	
			১২,০০,০০০	১২,০০,০০০	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০

রেওয়ামিলের প্রস্তুত প্রণালী (Procedure for Preparing Trial Balance) ঃ রেওয়ামিল প্রস্তুতের জন্য প্রথমে একটি ৫ ঘর বিশিষ্ট ছক তৈরী করতে হবে। এই ছকের ঘরগুলোতে পর্যায়ক্রমে ক্রমিক নম্বর, হিসাবের নাম, খতিয়ান পৃষ্ঠা, ডেবিট টাকা, ক্রেডিট টাকা লেখা হয়। ক্রমিক ঘরে হিসাবের ক্রমিক নং দিতে হবে। হিসাবের নামের ঘরে খতিয়ানের যে হিসাব হতে উদ্বৃত্ত আনা হয়েছে তার নাম, খতিয়ান পৃষ্ঠার ঘরে খতিয়ানের যে হিসাব হতে উদ্বৃত্ত আনা হয়েছে তার পৃষ্ঠা নম্বর, সব শেষে ডেবিট টাকার ঘরে ডেবিট উদ্বৃত্ত এবং ক্রেডিট টাকার ঘরে ক্রেডিট উদ্বৃত্ত লিখতে হবে। অতঃপর ডেবিট ক্রেডিট উদ্বৃত্তগুলোর যোগফল নির্ণয় করে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা হয়।

রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Considerable Factors for Preparing Trial Balance) ঃ রেওয়ামিল হিসাবের তৃতীয় ধাপ, যদিও রেওয়ামিল হিসাবের অংশ নয় তথাপি হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য ইহা প্রস্তুত করা হয়। এই লক্ষ্যে হিসাবের প্রতিটি উদ্বৃত্ত যাতে করে সঠিকভাবে সঠিক পার্শ্বে অন্তর্ভুক্ত হয় সেই জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুতের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে কিছু বিশেষ বিষয় বিবেচনা করতে হবে। এই বিবেচ্য বিষয়সমূহ হল নিম্নরূপঃ

১. **মজুদ পণ্য অন্তর্ভুক্তিকরণ ঃ** রেওয়ামিল প্রস্তুতের সময় প্রারম্ভিক এবং সমাপনী মজুদ পণ্য দেয়া থাকলে এ ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হবে সমাপনী মজুদ পণ্য রেওয়ামিলে আসবে না। কারণ সমাপনী মজুদ পণ্য ক্রয় ও প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যের একটি অংশ। আবার অংকে সমন্বিত ক্রয় দেয়া থাকলে সমাপনী মজুদ পণ্য রেওয়ামিলে আসবে এক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য রেওয়ামিলে আসবে না। কেননা সমন্বিত ক্রয় = প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + ক্রয় - সমাপনী মজুদ পণ্য।

২. **মনিহারির অন্তর্ভুক্তি ঃ** অংকে মনিহারির প্রারম্ভিক মজুদ , ক্রয় ও সমাপনী মজুদ দেয়া থাকলে উক্ত প্রারম্ভিক মজুদ ও মনিহারি ক্রয় অংকে অন্তর্ভুক্ত হবে। এক্ষেত্রে মনিহারি সমাপনি মজুদ অংকে আসবে না।

৩. **হাতে নগদ ও ব্যাংকে জমার অন্তর্ভুক্তি ঃ** প্রারম্ভিক নগদ তহবিল এবং ব্যাংকে জমার পরিমাণ অংকে দেয়া থাকলে এগুলো রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪. **মূলধন নির্ণয় ঃ** যদি অংকে মূলধন দেয়া না থাকে এক্ষেত্রে যদি রেওয়ামিলের ক্রেডিট দিকের পার্থক্য পাওয়া যায়, তাহলে ঐ পার্থক্য মূলধন হিসাবে লেখা যেতে পারে।

৫. **অনিশ্চিত হিসাব ঃ** যদি রেওয়ামিলে সকল দফাগুলো সঠিকভাবে লেখার পরও দু'দিকের যোগফল না মিলে অর্থাৎ ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের যোগফলের পার্থক্য হয় তাহলে ঐ পার্থক্যকে অনিশ্চিত হিসাব বলে ।

- **রেওয়ামিলের নমুনা ছক (Specimen Form of Trial Balance) ঃ** রেওয়ামিল হিসাবের অঙ্গ নয়। তাই এটি প্রস্তুত করার জন্য কোন অনুমোদিত ছক বা ফরম নেই, তাছাড়া IASC (International Accounting Standard

Committee) কোন সুনির্দিষ্ট ছক প্রদান করেনি। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী ছকে রেওয়ামিল প্রস্তুত করে থাকে। সাধারনত যে ছকে হিসাবরক্ষক রেওয়ামিল প্রস্তুত করেন তার একটি নমুনা ছক নিম্নে দেয়া হল:

প্রতিষ্ঠানের নাম.....
রেওয়ামিল
.....সালের.....তারিখের

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা

শিক্ষার্থীর কাজ	কয়েকটি কাল্পনিক দফার সাহায্যে একটি রেওয়ামিল তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

- খতিয়ানের জেরগুলো নিয়ে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য রেওয়ামিল তৈরী করা হয়।
- খতিয়ানের জেরসমূহ নিয়ে প্রস্তুতকৃত রেওয়ামিলকে নীট রেওয়ামিলও বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. রেওয়ামিল প্রস্তুত পদ্ধতি কয়টি ?
ক) ১ টি খ) ২ টি গ) ৩ টি ঘ) ৪ টি

২. উদ্বৃত্তের রেওয়ামিল ----- বলা হয় ?
ক) নীট রেওয়ামিল খ) মোট রেওয়ামিল গ) ব্যয়ের রেওয়ামিল ঘ) আয়ের রেওয়ামিল

৩. মোট যোগফল উদ্বৃত্তের রেওয়ামিলে উদ্বৃত্তের জন্য আরও ––– টি ঘর থাকে ?
ক) ৪ টি খ) ৩ টি গ) ৫ টি ঘ) ২ টি

৪. নিচে সমন্বিত ক্রয়ের সমীকরণটি দেওয়া হল-
ক) সমন্বিত ক্রয় = প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + ক্রয়- সমাপনী মুজদ পণ্য
খ) সমন্বিত ক্রয় = প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + ক্রয়- সমাপনী মজুদ পণ্য + প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য
গ) সমন্বিত ক্রয় = সমাপনী মুজদ পণ্য + ক্রয়-প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + ক্রয়
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i , ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
প্রারম্ভিক মজুদ ১০,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক নগদ তহবিল ৫,০০০ টাকা, সমন্বিত ক্রয় ২০,০০০ টাকা সমাপনী মজুদ পণ্য ১৫,০০০ টাকা, ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন ৮,০০০ টাকা, সমাপনী নগদ তহবিল ৪,০০০ টাকা।

৫. উল্লেখিত দফাসমূহের মধ্যে রেওয়ামিলে আসবে কোনটি–
i. প্রারম্ভিক মজুদ ii. প্রারম্ভিক নগদ তহবিল iii. সমাপনী মজুদ পন্য
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i খ) i ও ii গ) iiও iii ঘ) i , ii ও iii

৬. ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন হিসাবকে রেওয়ামিলে ক্রেডিট দিকে লিপিবদ্ধ করার কারণ-
i. খতিয়ানে ক্রেডিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করা ii. এটি ব্যবসায়ের আয় iii. এটি ব্যবসায়ের দায়
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i , iiও iii

পাঠ-৪.৩ হিসাবের অশুদ্ধি ও অশুদ্ধির শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত ভুলগুলো সংশোধন করতে পারবেন।
- অশুদ্ধির শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

হিসাবের অশুদ্ধি ও অশুদ্ধির শ্রেণীবিভাগ ঃ হিসাববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হিসাবরক্ষকের অসাবধানতা, অসর্তকতা, অজ্ঞতা বা পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবে কোন লেনদেন বা কোন হিসাব সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ না করলে বা বাদ পড়লে তাকে হিসাবের অশুদ্ধি বলে। অশুদ্ধির কতিপয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় সেগুলো নিম্নরূপঃ

১. অশুদ্ধি বা ভুল ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত দু'ভাবেই হতে পারে।
২. এর মাধ্যমে কোন বিষয় ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।
৩. অশুদ্ধি বা ভুলের কারণে ব্যবসায়ের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না।

অশুদ্ধির শ্রেণীবিভাগ (Classification of Errors) ঃ হিসাবরক্ষকের অমনোযোগীতা বা হিসাবশাস্ত্রের পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবে অশুদ্ধি সংঘঠিত হয়। নিম্নে অশুদ্ধির শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করা হল।

১. এক তরফা ভুল (One Sided Errors), ২. দু'তরফা ভুল (Two Sided Errors)

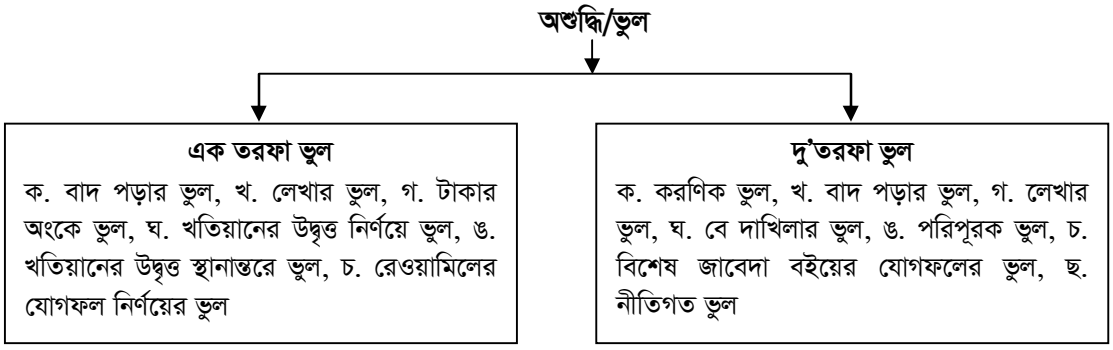

১। **এক তরফা ভুল ঃ** হিসাবরক্ষক কর্তৃক সকল প্রকার সাবধানতা ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরও অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু ভুল ঘটে যায়, যার জন্য রেওয়ামিলে অমিল হয়। তবে যদি তা হিসাবের একটি পক্ষকে প্রভাবিত করে তাকে এক তরফা ভুল বলে। এই ধরণের ভুল পরবর্তীতে খুঁজে বের করে খুব সহজেই রেওয়ামিল সংশোধন করা যায়।

২। **দু'তরফা ভুল ঃ** যদি কোন ভুল হিসাবের উভয় পক্ষকে সমানভাবে প্রভাবিত করে তবে তাকে দু'তরফা বুল বলে। সাধারণত: এক্ষেত্রে ভুল সহজে ধরা পড়ে না। হিসাবশাস্ত্রের হিসাব লিখন সংক্রান্ত পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকলেই শুধু এ ভুলগুলি ধরা পড়ে।

বিভিন্ন প্রকার ভুলের বিবরণ:

ক. বাদ পড়ার ভুল: জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় কোন একটি হিসাব বাদ পড়ে গেলে বা খতিয়ানের উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলে স্থানান্তর করা না হলেতাকে বাদ পড়ার ভুল বলে। তবে এটি এক তরফা ভুল। আবার কোন লেনদেন একেবারেই লেখা না হলে তাকেও বাদ পড়া বলে। এটি দু'তরফা ভুল।

খ. লেখার ভুল: এটা মূলত টাকার অংক লেখা সংক্রান্ত ভুল। এক তরফা বা দু'তরফা উভয় প্রকার ভুল এক্ষেত্রে সংঘটিত হতে পারে। জাবেদার টাকার অংক লেখার সময় যদি কম বা বেশী লেখা হয় তবে তা দু'তরফা ভুল। আবার খতিয়ানের টাকা রেওয়ামিলে স্থানান্তরের সময় নগদ টাকা ৯০,০০০ এর স্থলে ৯,০০০ লিখলে তা এক তরফা ভুল।

গ. পরিপূরক ভুল: এটি ঘটনাক্রমে ঘটে যাওয়া ভুল যা ধরা খুব কঠিন, অর্থাৎ একটি ভুল যদি অপর এক বা একাধিক ভুলের সমষ্টি দ্বারা এমনভাবে পূরণ হয় যে, রেওয়ামিলে কোন পার্থক্য থাকে না তখন তাকে পরিপূরক ভুল বলে।

যেমন: ক্রয় হিসাবে ২৩,০০০ টাকার পরিবর্তে ৩২,০০০ টাকা ডেবিট করা হলো আবার বিক্রয় হিসাবে ৩৪,০০০ টাকার স্থলে ৪৩,০০০ টাকা ক্রেডিট করা হলো। এক্ষেত্রে রেওয়ামিল মিলে যাবে তবে ভুল রয়ে যাবে।

ঘ. নীতিগত ভুল: হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে হিসাবনীতি তেকে বিচ্যুতির ফলে যে ভুল হয় তাকে নীতিগত ভুল বলে। মুলধনজাতীয় আয় ব্যয়কে মুনাফাজাতীয় আয়-ব্যয় হিসেবে গণ্য করা আবার মুনাফাজাতীয় আয়-ব্যয়কে মুলধনজাতীয় আয়ব্যয় হিসেবে গণ্য করা নীতিগত ভুল। যেমন: আসবাবপত্র ক্রয় ২০,০০০ টাকা, ক্রয় হিসাবকে ডেবিট করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	এক তরফা ভুল ও দু'তরফা ভুলের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- সাধারণত হিসাবরক্ষকের অসাবধানতা, অসতর্কতা, অজ্ঞতা বা পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবে সঠিকভাবে কোন লেনদেন লিপিবদ্ধ না করলে তাকে হিসাবের অশুদ্ধি বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. হিসাব অশুদ্ধি হওয়ার কারণ ?
ক) হিসাবরক্ষকের অসাবধানতা খ) হিসাবের সীমাবদ্ধতা গ) ব্যবস্থাপকের অসাবধানতা ঘ) কারবারের সীমাবদ্ধতা

২. নীচের কোনটি একতরফা ভুল ?
ক) টাকার অংকে ভুল খ) পরিপূরক ভুল গ) নীতিগত ভুল ঘ) বেদাখিলা ভুল

৩. ব্যবসায়ে সংঘটিত অশুদ্ধি কত প্রকারের ?
ক) ৪ প্রকার খ) ৩ প্রকার গ) ৫ প্রকার ঘ) ২ প্রকার

৪. ১,৫০০ টাকার পণ্য বিক্রয় ভুলে ১৫০ টাকা লেখা হয়েছে, এটি কোন ধরণের ভুল ?
ক) বেদাখিলার ভুল খ) লেখার ভুল গ) নীতিগত ভুল ঘ) বাদ পড়ার ভুল

৫. একটি ভুল অপর একটি ভুল দ্বারা সংশোধিত হলে কোন ভুলের সৃষ্টি হয় ?
ক) নীতিগত ভুল খ) লেখার ভুল গ) পরিপূরক ভুল ঘ) বেদাখিলা ভুল

■ খান ট্রেডার্স এর মালিক যথাযথ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষন করেন। জানুয়ারী মাসে তিনি ৫,০০০ টাকায় আসবাবপত্র ক্রয় করে আসবাবপত্র মেরামত হিসাবে লিপিবদ্ধ করেন। ৭,৫০০ টাকার ক্রয়কে ৭,০০০ টাকায় এবং ৮,০০০ টাকার বিক্রয়কে ৮০০ টাকায় লিপিবদ্ধ করেন।

৬. খান ট্রেডার্স এর ৫,০০০ টাকার ভুলটি কী ধরণের ?
i. নীতিগত ভুল ii. করণিক ভুল iii. বাদ পড়ার ভুল
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i , ii ও iii

পাঠ-৪.৪ অনিশ্চিত হিসাব ও অশুদ্ধি সংশোধন দাখিলা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অনিশ্চিত হিসাব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- অনিশ্চিত হিসাবের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত অশুদ্ধিগুলো সংশোধন করতে পারবেন।
- অশুদ্ধি সংক্রান্ত জাবেদা দাখিলা দিতে পারবেন।

অনিশ্চিত হিসাব ও অশুদ্ধি সংশোধন দাখিলা ঃ সাধারণভাবে যে হিসাব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না তাকে অনিশ্চিত হিসাব বলে। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে কোন হিসাব নির্ণয় না করা পর্যন্ত রেওয়ামিল মেলানোর জন্য যে হিসাবে কোন লেনদেনের টাকার অংক লিখে রাখা হয় তাকে অনিশ্চিত হিসাব বলে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি অপর্যাপ্ত তথ্যের কারণে সাময়িক হিসাবের মাধ্যমে ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় পার্শ্বের যোগফল অসমান হলে তা সমান করা হয়, এটি একটি সাময়িক হিসাব ব্যবস্থা মাত্র। পরবর্তীতে সঠিক খাত খুঁজে বের করে বিপরীত এন্ট্রি দিয়ে অনিশ্চিত হিসাবকে অবলোপন করতে হয়।

অনিশ্চিত হিসাব ব্যবহারের উদ্দেশ্য ঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করে হিসাবভুক্ত করা হয়। যার ফলে হিসাব চক্রের সব পর্যায়ে ডেবিট জের ও ক্রেডিট জের সমান হবে। কিন্তু কোন কারণে এর অমিল হলে ধরে নিতে হবে কোথাও ভুল রয়েছে, এ ভুলের জন্য সাময়িকভাবে অনিশ্চিত হিসাব খুলে রেওয়ামিল মিলানো হয়, সাধারণত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে অনিশ্চিত হিসাব খোলা হয়।

১. **তথ্যের অভাবে রেওয়ামিল মিলানোর জন্য ঃ** যখন কোন নির্দিষ্ট তারিখে কোন অর্থের নিশ্চিত খাত সম্পর্কে তথ্য পাওয়া না যায় তখন চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের লক্ষ্যে রেওয়ামিল মিলানোর জন্য অনিশ্চিত হিসাব খোলা হয়।

২. **সর্বোত্তোম প্রচেষ্টার পরও রেওয়ামিল না মিললে ঃ** রেওয়ামিল না মিললে সকল প্রচেষ্টা চালানো উচিৎ, যাতে ভুল ধরা পরে। এভাবে যথাযথ চেষ্টা করার পরও রেওয়ামিলের গরমিলের কারণ খুঁজে না পাওয়া গেলে রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের বিয়োগফল একটি নতুন হিসাবে রেখে রেওয়ামিল মেলানো হয়।

অশুদ্ধি সংশোধন দাখিলাঃ

আপনি দেখেছেন হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত একটি ভুল এক বা একাধিক হিসাব খাতকে প্রভাবিত করে থাকে। এজন্য সংঘটিত ভুল প্রথমে বের করে দেখতে হয় এ ভুল কোন কোন হিসাবকে প্রভাবিত করেছে। যেমন-নামিক হিসাব ভুল হলে তা মুনাফার পরিমাণ বাড়ায় বা কমায়। কারণ সব নামিক হিসাবই ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। এসব ভুল উদ্বর্তপত্রকেও প্রভাবিত করে। কারণ লাভ-ক্ষতি উদ্বর্তপত্রের মূলধন ও দায় পাশে স্থানান্তর করা হয়। আর ব্যক্তিবাচক এবং সম্পত্তিবাচক হিসাবগুলো উদ্বর্তপত্রের অংশ বিধায় এ দু'ধরনের ভুল শুধুমাত্র উদ্বর্তপত্রকে প্রভাবিত করে থাকে। এভাবে ভুলটিকে হিসাবের এ দফাকে প্রভাবিত করেছে নাকি একাধিক দফাকে প্রভাবিত করেছে তা বের করার পর প্রয়োজনীয় শুদ্ধি জাবেদার মাধ্যমে সংশোধন করতে হয়। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোন ভুল কেটে বা মুছে শুদ্ধ করা হিসাবশাস্ত্রের নীতি নয়।

নিম্নে ভুল সংশোধনের নিয়মাবলী উদাহরণসহ দেখানো হল।

১. **একটি মাত্র হিসাবের সাথে জড়িত ভুল সংশোধন ঃ** এক্ষেত্রে লেনদেনের একপক্ষ সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত হয় এবং অন্যপক্ষ সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত করা হয় না। জাবেদার কোন একটি হিসাবে যোগের ভুল, জাবেদা থেকে খতিয়ানে কোন হিসাবের অংক তোলার ভুল, জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় ভুল, হিসাবে অংক লেখা, কোন একটি খতিয়ানের জের টানার ক্ষেত্রে ভুল, খতিয়ান থেকে রেওয়ামিলে কোন অংক তোলার সময় ভুল ইত্যাদি এ ধরণের ভুলের অর্ন্তভুক্ত। এতে হিসাবের একটি পক্ষ ভুলের শিকার হয়, অন্য পক্ষ সঠিক থাকে। রেওয়ামিল প্রস্তুতের

পূর্বে/পরে কিন্তু চূড়ান্ত হিসাবের পূর্বে এবং চূড়ান্ত হিসাবের পরে এ তিন ক্ষেত্রে যদি ভুল ধরা পড়ে তাহলে এদের সংশোধন কিভাবে করা হবে তা নিম্নে দেখানো হলঃ

ক) রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বে ভুল ধরা পড়লে তা সংশোধন ঃ রেওয়ামিল তৈরীর পূর্বেই একদিকে প্রভাব বিস্তারকারী ভুল ধরা পড়লে তার জন্য সংশোধনী জাবেদার মাধ্যমে সংশোধন করার দরকার হয় না। আর মূলতঃ এ ভুলের জন্য রেওয়ামিল মেলে না। তাই ধরা পড়লে ঐ অংকটি কেটে সঠিক অংক লিখে সই করে দিলেই চলে। অথবা ভুল ও শুদ্ধ অংকটির বিয়োগফল যোগ বা বিয়োগ (যেটি প্রযোজ্য) করলেই রেওয়ামিল মিলে যাবে। যেমন-হিসাবরক্ষক মামুনের নিকট থেকে ১০,০০০ টাকার পণ্য ধারে ক্রয় করে ক্রয় হিসাবকে ঠিকই ডেবিট করেছেন কিন্তু মামুনের হিসাবে ভুলে ১,০০০ টাকা লিখেছেন। রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বেই এ ভুল ধরা পড়লে নিম্নোক্তভাবে তা সংশোধন করা যাবে; মামুনের হিসাবের ক্রেডিট দিকে লেখা ১,০০০ টাকা কেটে ১০,০০০ টাকা লিখলে হবে অথবা ১,০০০ টাকার নীচে (১০,০০০-১,০০০) = ৯,০০০ টাকা লিখতে হবে।

খ) রেওয়ামিল প্রস্তুতের পরে কিন্তু চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের পূর্বে ভুল ধরা পড়লে তা সংশোধন ঃ যদি রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বে কোন ভুল ধরা না পড়ে তবে রেওয়ামিল দু'পক্ষের বিয়োগফলকে অনিশ্চিত হিসাব বা গরমিল হিসাব নামে একটি হিসাব খুলে তাতে রেখে রেওয়ামিল মেলাতে হয়। চূড়ান্ত হিসাব তৈরীর পূর্বে এ ভুল ধরা পড়লে তা যদি একটি হিসাবকে প্রভাবিত করে তাহলে ঐ অনিশ্চিত বা গরমিল হিসাব এবং সঠিক হিসাবকে নিয়ে একটি জাবেদা দাখিলা দিতে হবে। এক্ষেত্রে অনিশ্চিত হিসাবের বিপরীতে দাখিলা হবে এবং সঠিক হিসাবটির সঠিক দাখিলা হবে। এভাবে অনিশ্চিত হিসাবের কোন জের থাকবে না এবং ভুলটি শুদ্ধ হয়ে যাবে। যেমন- বিক্রয় বইয়ের যোগফল ১,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে যা রেওয়ামিল মেলানোর পর ধরা পড়েছে। এক্ষেত্রে অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট করে রেওয়ামিল মেলানো হয়েছিল বলে ধরে নিতে হবে। কারণ বিক্রয় হিসাবের ক্রেডিট জের হয়ে থাকে। সংশোধনী জাবেদাটি নিম্নরূপ হবে।

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃ পৃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১.	অনিশ্চিত হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (যেহেতু অনিশ্চিত হিসাবের অর্থ বিক্রয় হিসাবে ক্রেডিট করা হলো।)		১,০০০	 ১,০০০

গ) চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের পর ধৃত ভুল সংশোধন ঃ এক্ষেত্রেও অনিশ্চিত হিসাব খুলে রেওয়ামিল মেলানো হয়েছে এবং চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলে নীট লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ সঠিক না হওয়ারই কথা। এ পর্যায়ে ধৃত ভুল নিম্নের দু'ভাগে সংশোধন হবেঃ

- যদি ভুলগুলি নামিক হিসাবকে প্রভাবিত করে থাকে অর্থাৎ যদি ভুলগুলি ক্রয়, বিক্রয়, বেতন মজুরী, অবচয়, বাট্টা ইত্যাদি সংক্রান্ত হয় তাহলে তা Trading এবং Profit ও Loss Account কে প্রভাবিত করবে। যেহেতু বছর শেষে ঐ হিসাবগুলো ঐ দুই হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে লাভ-ক্ষতি বের করা হয়েছে। তাই ঐ হিসাবগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে ধরা হবে এবং যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের লাভ-লোকাসান বন্টন হিসাবে স্থানান্তর করা হবে। এভাবে অনিশ্চিত হিসাব এবং সমন্বয় হিসাবের জের শুন্যে আনতে হবে। নিম্নে এর একটি উদাহরণ দেয়া হল ঃ
  ১,০০০ টাকার পন্য ক্রয় বইতে লেখা হয়নি যা চূড়ান্ত হিসাব তৈরির পর ধরা পড়েছে। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অনিশ্চিত হিসাবকে ডেবিট করে রেওয়ামিল মেলানো হয়েছিল। সুতরাং এর সংশোধন করতে হলে নিম্নোক্ত জাবেদা দাখিলা দিতে হবেঃ

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃ পৃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১.	আয় বিবরণী হিসাব ডেবিট অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট (যেহেতু অনিশ্চিত হিসাবের রাখা অর্থ সমন্বয় করা হল।)		১,০০০	 ১,০০০

এখানে উল্লেখ্য, যদি কোন ভুল অন্য কোন ভুলের দ্বারা ডেবিট ও ক্রেডিট দিকে সমান অংক হয়ে যায় তাহলে এতে যেহেতু লাভ-ক্ষতি হিসাব প্রভাবিত হয়নি তাই এর জন্য কোন সংশোধনী জাবেদার দরকার হয় না।

- যদি ভুলগুলি ব্যক্তি বা সম্পত্তিবাচক হিসাবকে প্রভাবিত করে তাহলে ঐ ব্যক্তি বা সম্পদ হিসাবকে ডেবিট বা ক্রেডিট করে অনিশ্চিত হিসাবকে সমন্বয় করতে হবে। এভাবে ভুলটি সংশোধিত হয়ে যাবে।

২. **একাধিক হিসাবের সাথে জড়িত ভুল সংশোধন ঃ** এ ধরণের অনেক ভুল হিসাবরক্ষণের সময় হতে পারে। যেমন- জাবেদার কোন লেনদেন মোটেই লেখা হল না, জাবেদায় লিখলেও দুটি দফাই খতিয়ানে উঠানো হলোনা, ভুল বা শুদ্ধ অংক সঠিক হিসাবে তোলা হলো, হিসাবের শ্রেণীগত ভুল (নীতিগত) হলো ইত্যাদি। নিম্নে এসব ভুল সংশোধনের পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো ঃ

ক) রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বে ধৃত ভুল সংশোধন ঃ যদি রেওয়ামিল তৈরীর পূর্বেই দেখা যায় যে কোন হিসাবের ক্ষেত্রে এরূপ দুদিকে প্রভাব সৃষ্টিকারী ভুল হয়েছে তাহলে প্রথমে সঠিক পক্ষ নির্ণয় করে বিপরীত দাখিলা দিতে হবে। আর যদি তোলাই না হয় তাহলে সঠিকভাবে ডেবিট ও ক্রেডিট এন্ট্রি দিয়ে ঐ খতিয়ানের জের টানলেই হবে। যেমন- জনাব ছালাম থেকে ১০,০০০ টাকা পাওয়া গেল যা ভুলক্রমে জনাব কামালের হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে। সুতরাং নিম্নোক্ত সংশোধনী জাবেদা দিলে রেওয়ামিল শুদ্ধ হবেঃ

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃ পৃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১.	কালাম হিসাব ডেবিট ছালাম হিসাব ক্রেডিট (যেহেতু ছালামের হিসাবের অর্থ কালামের হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছিল এবং এখন সংশোধন করা হলো।)		১০,০০০	 ১০,০০০

খ) রেওয়ামিল তৈরীর পর কিন্তু চূড়ান্ত হিসাবের ধৃত ভুল সংশোধন ঃ এক্ষেত্রে ভুল যদি এমন হয় যাতে ডেবিট ও ক্রেডিট দিকে সমান অংক ভুল হয়েছে, তাহলে অনিশ্চিত হিসাব খুলতে হয়নি। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রকৃত জাবেদার মাধ্যমে ভুল সংশোধন করতে হবে। যেমন- জনাব সাদেকের নিকট বাকীতে ২,০০০ টাকার পণ্য বিক্রি করা হলো এবং কোন দাখিলা দেয়া হলনা। সংশোধনটি হবে নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃ পৃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১.	সাদেক হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট (যেহেতু সাদেকের নিকট বাকীতে বিক্রয়ের উভয় দাখিলা বাদ পড়েছিল এবং এখন সংশোধন করা হল।)		২,০০০	 ২,০০০

আর যদি ভুলটি সমান অংকের না হয় তাহলে অনিশ্চিত হিসাব খুলেই রেওয়ামিল মিলানো হয়েছে এবং অনিশ্চিত হিসাবের উল্টা দাখিলা দিয়ে এবং যে হিসাবে ভুল হয়েছে তারও উল্টা দাখিলা দিয়ে সঠিক দাখিলা নিশ্চিত করতে হবে। যেমন- জনাব রাকায়েত থেকে নগদ ১০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছে কিন্তু ভুলক্রমে তা শফিকের হিসাবে ১,০০০ টাকা দেখানো হয়েছে ক্রেডিট দিকে। সুতরাং সংশোধনী জাবেদা হবে নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃ পৃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১.	শফিকের হিসাব ডেবিট অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট (যেহেতু রাকায়েতের পরিবর্তে শফিকের হিসাবে ৯,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছিল এবং এখন সঠিক হিসাবে ক্রেডিট করা হল।)		৯,০০০	 ৯,০০০

গ) চূড়ান্ত হিসাবের পর ধৃত ভুলের সংশোধনী ঃ এক্ষেত্রে যদি ভুল দুটি সমান অংকের এবং নামিক হিসাবের হয় তাহলে সংশোধনী জাবেদার কোন দরকার হবেনা। কারণ এতে লাভ বা ক্ষতির কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু যদি দুটি হিসাবের একটি নামিক বা দুটিই ব্যক্তি বা সম্পত্তিবাচক হয় তাহলে সংশোধনী দাখিলা দিতে হবে। একটি নামিক ও একটি সম্পদ বা দায় বাচক হিসাব হলে লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাবের মাধ্যমে নামিক হিসাবটির এবং সম্পত্তি বা দায় হিসাবটির সঠিক জাবেদা দাখিলা দিলেই ভুল সংশোধিত হয়ে যাবে। যেমন- জনাব আশরাফের নিকট থেকে ২,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় হিসাব বইয়ের কোথাও লেখা হয়নি যা চূড়ান্ত হিসাবের পর ধরা পড়েছে। এর সংশোধনী জাবেদা হবে নিম্নোরূপঃ

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃ পৃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১.	লাভ-ক্ষতি সমন্বয় হিসাব ডেবিট আশরাফ হিসাব ক্রেডিট (যেহেতু আশরাফের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় হিসাবভুক্ত হয়নি যা এখন সংশোধন করা হল।)		২,০০০	 ২,০০০

শিক্ষার্থীর কাজ	ধারে বিক্রয় ৪,৫০০ টাকা ভুলে প্রাপ্য হিসাবে ৫,৪০০ টাকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ ভুল সংশোধনের সঠিক জাবেদা দাখিলা দিন।

সারসংক্ষেপ

- নিশ্চিতভাবে কোন হিসাব নির্ণয় না করা পর্যন্ত রেওয়ামিল মেলানোর জন্য যে হিসাবে কোন লেনদেনের টাকার অংক লিখে রাখা হয় তাকে অনিশ্চিত হিসাব বলে।
- সাময়িকভাবে রেওয়ামিল মিলানোর উদ্দেশ্যে অনিশ্চিত হিসাব খোলা হয়।
- কোন ভুল যদি এক বা একাধিক হিসাবকে প্রভাবিত করে তার সংশোধনীর জন্য পৃথক পৃথক নিয়ম রয়েছে। উক্ত নিয়মানুযায়ী হিসাব সংশোধন করা হলে ব্যবসায়ের সঠিক চিত্র পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. রেওয়ামিল সাময়িকভাবে মিলানোর জন্য কোন হিসাব খোলা হয়?
   ক) চুড়ান্ত হিসাব খ) ভুল হিসাব
   গ) অনিশ্চিত হিসাব ঘ) সাময়িক হিসাব

২. অনিশ্চিত হিসাব তৈরী করা হয়?
   ক) প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে খ) অপ্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে
   গ) সর্বোত্তোম প্রচেষ্টার অভাবে ঘ) অপর্যাপ্ত চেষ্টার কারণে

৩. অনিশ্চিত হিসাব রেওয়ামিলের কোন পাশে বসে?
   ক) ডেবিট খ) যে পাশে প্রয়োজন
   গ) ডেবিট ক্রেডিট উভয় পাশে ঘ) ক্রেডিট

৪. অনিশ্চিত হিসাবকে অন্য নামে অভিহিত করা যায়?
   i) সাময়িক হিসাব ii) স্থায়ী হিসাব
   iii) গরমিল হিসাব
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক) i খ) i ও ii
   গ) i ও iii ঘ) i , ii ও iii

পাঠ-৪.৫ অশুদ্ধি সংশোধন ও পরবর্তী রেওয়ামিল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অনিশ্চিত হিসাব বন্ধ করাসহ জাবেদা দাখিলা দিতে পারবেন।
- অশুদ্ধি সংশোধন পরবর্তী রেওয়ামিল প্রস্তুত করতে পারবেন।

অনিশ্চিত হিসাব শুদ্ধ করা ঃ আমরা জানি অনিশ্চিত হিসাব একটি সাময়িক হিসাব হিসাবকার্যে এক বা একাধিক বিশেষ পরিস্থিতিতে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে এরূপ ভুল বা পরিস্থিতি নিরসন হওয়া মাত্রই যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে এ জাতীয় হিসাব বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে যদি হিসাব বইয়ের সমুদয় ভুল ধরা পড়ে তাহলে এর পরিমান রেওয়ামিলের দু'পাশের পার্থক্য সমান হবে। । এমতাবস্থায় অনিশ্চিত হিসাবের উদ্বৃত্ত শূন্য হবে। অন্য দিকে সম্পূর্ণ ভুলের পরিমাপ নির্ণয় না হলে অনিশ্চিত হিসাবের উদ্বৃত্ত থেকে যাবে এবং, উদ্বৃত্তের প্রকৃত পরিমান আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে অপ্রদর্শিত হবে।

পরিশেষে অনিশ্চিত হিসাবের অনুমান হিসাবশাস্ত্রে থাকলেও এর ব্যাপক ব্যবহার অনুমোদিত নয়। এতে অলসতা ও প্রতারণা দেখা দিতে পারে, হিসাবে অনিশ্চিত হিসাব না রাখার চেষ্টা করা উচিৎ এবং একান্ত বাধ্য হয়ে রাখা হলেও যত দ্রুত সম্ভব ভুলগুলো খুঁজে বের করে বিপরীত দাখিলার মাধ্যমে অনিশ্চিত হিসাব বন্ধ করতে হবে।

অশুদ্ধি সংশোধন ও পরবর্তী রেওয়ামিলঃ

ব্যবসায়ের সঠিক আর্থিক ফলাফল নির্ণয়ের জন্য খতিয়ান উদ্বৃত্তসমূহের মাধ্যমে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য সঠিক রেওয়ামিল প্রস্তুত করা আবশ্যক। কিন্তু রেওয়ামিল তৈরীর পর বা আর্থিক বিবরণী তৈরীর পূর্বে ভুল উদঘাটিত হলে উক্ত ভুল সংশোধনপূর্বক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়। এ সমস্ত উদঘাটিত ভুল একতরফা ও দুতরফা উভয়ই হতে পারে। এ পর্যায়ে উদঘাটিত ভুলগুলোর জন্য সংশোধিত জাবেদা দাখিলা দিতে হবে। অতঃপর রেওয়ামিলের উদ্বৃত্তসমূহের দ্বারা সংশোধিত জাবেদা দাখিলা খতিয়ান হিসাবের সাথে সমন্বয় করে পুনরায় খতিয়ান উদ্বৃত্তসমূহের মাধ্যমে অশুদ্ধি সংশোধন পরবর্তী রেওয়ামিল প্রস্তুত করতে হবে। ফলে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক ফলাফল এবং সঠিক আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে সংশোধিত খতিয়ান হিসাবের ডেবিট জেরগুলো রেওয়ামিলের ডেবিট দিকে এবং ক্রেডিট জেরগুলো রেওয়ামিলের ক্রেডিট দিকে লিপিবদ্ধ করে অশুদ্ধি সংশোধন পরবর্তী রেওয়ামিল তৈরী করা হয়। অর্থাৎ রেওয়ামিলের সাথে অশুদ্ধি সংশোধন জাবেদা সমন্বয়সাধন করে যে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয় তাই অশুদ্ধি সংশোধন পরবর্তী রেওয়ামিল। নিম্নে এর একটি নমুনা দেয়া হলঃ

উদাহরণ-১ঃ

২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে হায়দার ট্রেডার্স এর রেওয়ামিল নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃ পৃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১.	মূলধন হিসাব		-	৩,০০,০০০
২.	বেতন		৪০,০০০	-
৩.	আসবাবপত্র		৮০,০০০	-
৪.	মজুরি		৩০,০০০	-
৫.	ক্রয়		৯০,০০০	
৬.	দালানকোঠা		১,০০,০০০	
৭.	কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি		৮৫,০০০	
৮.	বিক্রয়		-	১,২৫,০০০
			৪,২৫,০০০	৪,২৫,০০০

হায়দার ট্রেডার্স এর নিচের ভুলগুলো ধরা পড়েঃ

১. একটি নতুন মেশিনের সংস্থাপন ব্যয় ৫,০০০ টাকা মজুরির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
২. মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ১০,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত হয়নি।
৩. ২০,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় ভুলবশত: ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।
৪. নগদে বিক্রয় ১৫,০০০ টাকা হিসাবে লেখা হয় নি।

সমাধানঃ

হায়দার ট্রেডার্স এর
প্রকৃত জাবেদা
৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম		খঃ পৃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১.	কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	ডেবিট		৫,০০০	-
	মজুরি হিসাব	ক্রেডিট		-	৫,০০০
	(মজুরির অন্তর্ভূক্ত মেশিন সংস্থাপন ব্যয় সংশোধিত হল)				
২.	উত্তোলন হিসাব	ডেবিট		১০,০০০	-
	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		-	১০,০০০
	(মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন হিসাবভুক্ত হল)				
৩.	আসবাবপত্র হিসাব	ডেবিট		২০,০০০	-
	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		-	২০,০০০
	(ক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত আসবাবপত্র এখন সংশোধিত হল)				
৪.	নগদান হিসাব	ডেবিট		১৫,০০০	-
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		-	১৫,০০০
	(অলিখিত নগদ বিক্রয় হিসাবভুক্ত করা হল)				

হায়দার ট্রেডার্স এর
অশুদ্ধি সংশোধন পরবর্তী রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃ পৃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১.	মূলধন হিসাব		-	৩,০০,০০০
২.	বেতন		৪০,০০০	-
৩.	আসবাবপত্র (৮০,০০০+২০,০০০)		১,০০,০০০	-
৪.	মজুরি (৩০,০০০-৫,০০০)		২৫,০০০	-
৫.	ক্রয় (৯০,০০০-১০,০০০-২০,০০০)		৬০,০০০	-
৬.	দালানকোঠা		১,০০,০০০	-
৭.	কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি (৮৫,০০০+৫০০০)		৯০,০০০	-
৮.	বিক্রয় (১,২৫,০০০+১৫,০০০)		-	১,৪০,০০০
৯.	নগদ		১৫,০০০	-
১০.	উত্তোলন		১০,০০০	-
			৪,৪০,০০০	৪,৪০,০০০

শিক্ষার্থীর কাজ	উদাহরণে প্রদত্ত ক্রয়, আসবাবপত্র, বিক্রয় এবং কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি যথাক্রমে ১,২০,০০০ টাকা, ৯০,০০০ টাকা, ১,৫০,০০০ টাকা এবং ১,০০,০০০ টাকা ধরে সংশোধিত রেওয়ামিল তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

- রেওয়ামিলের অমিলের কারণ খুঁজে বের করে তাৎক্ষনিকভাবে অনিশ্চিত হিসাব বন্ধ করে দেয়া হয়।
- ব্যবসায়ের সঠিক আর্থিক ফলাফল নির্ণয়ের জন্য অশুদ্ধি সংশোধন করে অশুদ্ধি সংশোধন পরবর্তী রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. অনিশ্চিত হিসাব কিভাবে বন্ধ করা হয় ?
   ক) সমাপনী দাখিলার মাধ্যমে খ) বিপরীত দাখিলার মাধ্যমে
   গ) সমন্বয় দাখিলার মাধ্যমে ঘ) সংশোধনী দাখিলার মাধ্যমে

২. মালিক কর্তৃক কারবারে প্রদত্ত ১০,০০০ টাকা বিক্রয় হিসাবে দেখানো হয়েছে এ ভুলটির জন্য ক্রেডিট হবে ?
   ক) বিক্রয় হিসাব খ) উত্তোলন হিসাব গ) মূলধন হিসাব ঘ) ক্রয় হিসাব।

৩. ভুল সংশোধনের পর কোন হিসাব প্রস্তুতের পদক্ষেপ নেওয়া হয় ?
   ক) খতিয়ান হিসাব খ) রেওয়ামিল গ) জাবেদা ঘ) আর্থিক বিবরণী

৪. ভুল সংশোধন করা হয় ?
   i. রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বে ii. রেওয়ামিল প্রস্তুতের পর কিন্তু চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের পূর্বে iii. জাবেদা প্রস্তুতের পূর্বে নিচের কোনটি সঠিক ?
   ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i , ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিনঃ

- জনাব বাবুলের ব্যবসায় ২০১৫ সালের যন্ত্রপাতি ক্রয় ৫০,০০০ টাকা ভুলবশত: ক্রয় হিসাবে লেখা হয়েছে।

৫. উপরোক্ত ভুলটি রেওয়ামিল তৈরীর পর সংশোধন করলে দাখিলা হবে-
   ক) যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট, ক্রয় হিসাব ক্রেডিট
   খ) যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট, আয় ব্যয় বিবরনী সমন্বয় হিসাব ক্রেডিট
   গ) যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট, অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট
   ঘ) যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট, গড়মিল হিসাব ক্রেডিট

সৃজনশীল উদাহরণ

১. ২০১৬ সালের ৩০ জুন তারিখে নাবা এন্ড কোং-এর হিসাব বই থেকে নিম্নের উদ্বৃত্তগুলো নেয়া হয়েছে।

বিবরণ	টাকা
মূলধন	৫০,০০০
উত্তোলন	৫,০০০
নগদ তহবিল	২,০০০
ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	৪,০০০
ইজারা সম্পত্তি (১০ বছর)	৪০,০০০
যন্ত্রপাতি	৩০,০০০
আসবাবপত্র	১০,০০০
১০% ঋণপত্র	২৫,০০০
কমিশন প্রাপ্তি	১,৫০০
বেতন	৭,৫০০
বিলম্বে সরবরাহের জন্য ক্ষতিপূরণ	২,৫০০
বিনিয়োগ ৫%	৩০,০০০

বিবরণ	টাকা
বাট্টা	২,০০০
কু-ঋণ	১,৫০০
কু-ঋণ সঞ্চিতি	৩,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৬০,০০০
প্রদেয় হিসাব	১৯,৫০০
পণ্য ক্রয়	৮০,০০০
পণ্য বিক্রয়	১,২০,০০০
পরিবহণ খরচ	৪,০০০
বিনিয়োগের সুদ	২,০০০
বিজ্ঞাপন খরচ	১৫,০০০
বিবিধ খরচাবলি	৫,০০০
লভ্যাংশ প্রাপ্তি	৭,৫০০
কল্যাণ তহবিল	৭০,০০০

ক. মুনাফাজাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করুন।
খ. উপরে উল্লিখিত তথ্য থেকে রেওয়ামিল প্রস্তুত করুন।
গ. স্থায়ী সম্পদ ও চলতি সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করুন।

সমাধান

ক. মুনাফাজাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয়:

বিবরণ	টাকা	টাকা
পণ্য বিক্রয়	১,২০,০০০	
কমিশন প্রাপ্তি	১,৫০০	
বিনিয়োগের সুদ	২,০০০	
লভ্যাংশ প্রাপ্তি	৭,৫০০	
		১,৩১,০০০

খ.

নাবা এন্ড কোং-এর
রেওয়ামিল
৩০ জুন, ২০১৬ ইং

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	মূলধন			৫০,০০০
২	উত্তোলন		৫,০০০	
৩	নগদ তহবিল		২,০০০	
৪	ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		৪,০০০	
৫	ইজারা সম্পত্তি (১০ বছর)		৪০,০০০	
৬	যন্ত্রপাতি		৩০,০০০	
৭	আসবাবপত্র		১০,০০০	
৮	১০% ঋণ পত্র			২৫,০০০
৯	কমিশন প্রাপ্তি			১,৫০০
১০	বেতন		৭,৫০০	
১১	বিলম্বে সরবরাহের জন্য ক্ষতিপূরণ		২,৫০০	
১২	বিনিয়োগ ৫%		৩০,০০০	
১৩	বাট্টা		২,০০০	
১৪	কু-ঋণ		১,৫০০	
১৫	কু-ঋণ সঞ্চিতি			৩,০০০

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১৬	প্রাপ্য হিসাব		৬০,০০০	
১৭	প্রদেয় হিসাব			১৯,৫০০
১৮	পণ্য ক্রয়		৮০,০০০	
১৯	পণ্য বিক্রয়			১,২০,০০০
২০	পরিবহন খরচ		৪,০০০	
২১	বিনিয়োগের সুদ			২,০০০
২২	বিজ্ঞাপন খরচ		১৫,০০০	
২৩	বিবিধ খরচাবলি		৫,০০০	
২৪	লভ্যাংশ প্রাপ্তি			৭,৫০০
২৫	কল্যাণ তহবিল			৭০,০০০
			২,৯৮,৫০০	২,৯৮,৫০০

গ. স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ নির্ণয়

বিবরণ	টাকা
ইজারা সম্পত্তি	৪০,০০০
যন্ত্রপাতি	৩০,০০০
আসবাবপত্র	১০,০০০
∴ স্থায়ী সম্পত্তি	৮০,০০০

চলতি সম্পদের পরিমাণ নির্ণয়:

বিবরণ	টাকা
নগদ তহবিল	২,০০০
ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	৪,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৬০,০০০
∴ মোট চলতি সম্পত্তি	৬৬,০০০

২. নিচে প্রদত্ত রেওয়ামিলটি অশুদ্ধভাবে তৈরি করা হয়েছে।

হিসাবের নাম	পরিমাণ	হিসাবের নাম	পরিমাণ
	টাকা		টাকা
মূলধন হিসাব	৭৫,০০০	আসবাবপত্র	৩৮,০০০
ঋণ হিসাব	১০,০০০	উত্তোলন	১০,০০০
ক্রয়	২৫,০০০	বিক্রয়	৩৮,০০০
৬% বিনিয়োগ	৮,০০০	প্রাপ্য বিল	২৩,০০০
বকেয়া বেতন	১,০০০	সমাপনী মজুদ পণ্য	২৯,০০০
আয়কর	২,০০০	আয়কর সঞ্চিতি	১২,৫০০
প্রাপ্য হিসাব	১২,০০০	আন্তঃপরিবহন	৪,০০০
বিজ্ঞাপন	২,০০০	বহিঃ পরিবহন	২,০০০
ভাড়া প্রাপ্তি	১,৫০০	প্রদত্ত কমিশন	২,৫০০
ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	৬,০০০	মনিহারি	১,৫০০
অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি	২,০০০	কু-ঋণ	১,৫০০
প্রদেয় বিল	১২,০০০	সুদ প্রাপ্তি	৩,০০০
বহিঃফেরত	১,০০০	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৫,৫০০
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	১৫,০০০	সাধারণ সঞ্চিতি	১৩,৫০০
বাট্টা	১,৫০০		
মোটর গাড়ি	১০,০০০		
	১,৮৪,০০০		১,৮৪,০০০

ক. সমন্বিত ক্রয়ের পরিমান নির্ণয় করুন।
খ. মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নিরূপন করুন।
গ. রেওয়ামিলটি শুদ্ধভাবে প্রস্তুত করুন।

সমাধান

ক. সমন্বিত ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয়:

বিবরণ	টাকা	টাকা
পারম্ভিক মজুদ পণ্য	৫,৫০০	
যোগ- ক্রয়	২৫,০০০	
		৩০,৫০০
বিয়োগ—সমাপনী মজুদ পণ্য		২৯,০০০
∴ সমন্বিত ক্রয়		১,৫০০

খ. মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয়:

বিবরণ	টাকা
ক্রয়	২৫,০০০
বিজ্ঞাপন	২,০০০
বাট্টা	১,৫০০
আন্ত:পরিবহন	৪,০০০
বহি:পরিবহন	২,০০০
প্রদত্ত কমিশন	২,৫০০
মনিহারি	১,৫০০
কু-ঋণ	১,৫০০
∴ মোট মুনাফাজাতীয় ব্যয়	৪০,০০০

গ.

শুদ্ধ রেওয়ামিল

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	মূলধন হিসাব			৭৫,০০০
২	ঋণ হিসাব			১০,০০০
৩	ক্রয়		২৫,০০০	
৪	৬% বিনিয়োগ		৮,০০০	
৫	বকেয়া বেতন			১,০০০
৬	আয়কর		২,০০০	
৭	প্রাপ্য হিসাব		১২,০০০	
৮	বিজ্ঞাপন		২,০০০	
৯	ভাড়া প্রাপ্তি			১,৫০০
১০	ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		৬,০০০	
১১	অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি			২,০০০
১২	প্রদেয় বিল			১২,০০০
১৩	বহিঃফেরত			১,০০০
১৪	কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি		১৫,০০০	
১৫	বাট্টা		১,৫০০	
১৬	মোটর গাড়ি		১০,০০০	
১৭	আসবাবপত্র		৩৮,০০০	
১৮	উত্তোলন		১০,০০০	
১৯	বিক্রয়			৩৮,০০০
২০	প্রাপ্য বিল		২৩,০০০	
২১	আয়কর সঞ্চিতি			১২,৫০০

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২২	আন্তঃপরিবহন		৪,০০০	
২৩	বহিঃপরিবহন		২,০০০	
২৪	প্রদত্ত কমিশন		২,৫০০	
২৫	মনিহারি		১,৫০০	
২৬	কু-ঋণ		১,৫০০	
২৭	সুদ প্রাপ্তি			৩,০০০
২৮	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		৫,৫০০	
২৯	সাধারণ সঞ্চিতি			১৩,৫০০
			১,৬৯,৫০০	১,৬৯,৫০০

টীকা:

১. সমাপনী মজুদ পণ্য রেওয়ামিলের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

২. বাট্টাকে প্রদত্ত বাট্টা ধরা হয়েছে।

৩. নিম্নোক্ত হিসাব উদ্বৃত্ত হতে মেসার্স মেহেদী এন্ড কোং-এর বইতে ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল প্রস্তুত করুন।

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	২৫,০০০	অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি	২,১০০
মূলধন	৬৮,০০০	উপভাড়া প্রাপ্তি	১,২০০
মোটরগাড়ি	৩৫,০০০	মজুদ পণ্য (১-১-১৫)	৩,০০০
ট্রেড মার্ক	৭,০০০	প্রদেয় বিল	৭,৫০০
প্যাটেন্ট	৫,০০০	অনাদায়ী পাওনা	৪০০
আলো ও তাপ	৮০০	ড্রইং অফিস বেতন	২,৫০০
পণ্য বিক্রয়	৮৫,০০০	চলতি হিসাব	৩,৮০০
পণ্য ক্রয়	৪৪,০০০	উত্তোলনের সুদ	১১৪
ক্রয় ফেরত	১,০০০	জলযান ও রেলওয়ে পরিবহন	৫৮৬
বিক্রয় ফেরত	১,৭০০	প্রাপ্ত লভ্যাংশ	১০০
বিক্রয় খতিয়ানের জেরসমুহ	১৮,০০০	বিনিয়োগ	৪,০০০
ক্রয় খতিয়ানের জেরসমুহ	১৪,০০০	বিনিয়োগ হতে লাভ	২০০
আস্তাবল খরচ	১,৮০০	হিসাবরক্ষককে প্রদত্ত ঋণ	২২,০০০
রেটস ও রেন্ট	১,৭০০	হাতে নগদ	২,০২৮
আইন খরচ	৫০০		
অডিট ফি	৪০০		

ক. অস্পর্শনীয় সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করুন।

খ চলতি সম্পত্তি ও চলতি দায়ের পার্থক্য নির্ণয় করুন।

গ উপরে উল্লিখিত তথ্য থেকে রেওয়ামিল প্রস্তত করুন।

সমাধান

ক. অস্পর্শনীয় সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয়:

বিবরণ	টাকা
ট্রেডমার্ক	৭,০০০
প্যাটেন্ট	৫,০০০
	১২,০০০

খ. চলতি সম্পত্তি ও চলতি দায়ের পার্থক্য নির্ণয়:

বিবরণ	টাকা	টাকা
চলতি সম্পদ:		
বিক্রয় খতিয়ানের জেরসমূহ	১৮,০০০	
হিসাবরক্ষককে প্রদত্ত ঋণ	২২,০০০	

বিবরণ	টাকা	টাকা
হাতে নগদ	২,০২৮	
∴ মোট চলতি সম্পদ		৪২,০২৮
চলতি দায়ঃ		
প্রদেয় বিল	৭,৫০০	
ক্রয় খতিয়ানের জেরসমূহ	১৪,০০০	
মোট চলতি দায়		২১,৫০০
∴ চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের পার্থক্য		২০,৫২৮

গ.

মেসার্স মেহেদী এন্ড কোং-এর
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ ইং

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃপৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি		২৫,০০০	
২	মূলধন			৬৮,০০০
৩	মোটরগাড়ি		৩৫,০০০	
৪	ট্রেড মার্ক		৭,০০০	
৫	প্যাটেন্ট		৫,০০০	
৬	আলো ও তাপ		৮০০	
৭	পণ্য বিক্রয়			৮৫,০০০
৮	পণ্য ক্রয়		৪৪,০০০	
৯	ক্রয় ফেরত			১,০০০
১০	বিক্রয় ফেরত		১,৭০০	
১১	বিক্রয় খতিয়ানের জেরসমূহ		১৮,০০০	
১২	ক্রয় খতিয়ানের জেরসমূহ			১৪,০০০
১৩	আস্তাবল খরচ		১,৮০০	
১৪	রেটস ও রেন্ট		১,৭০০	
১৫	আইন খরচ		৫০০	
১৬	অডিট ফি		৪০০	
১৭	অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি			২,১০০
১৮	উপভাড়া প্রাপ্তি			১,২০০
১৯	মজুদ পণ্য (১-১-১৫)		৩,০০০	
২০	প্রদেয় বিল			৭,৫০০
২১	অনাদায়ী পাওনা		৪০০	
২২	ড্রইং অফিস বেতন		২,৫০০	
২৩	চলতি হিসাব		৩,৮০০	
২৪	উত্তোলনের সুদ			১১৪
২৫	জলযান ও রেলওয়ে পরিবহন		৫৮৬	
২৬	প্রাপ্ত লভ্যাংশ			১০০
২৭	বিনিয়োগ		৪,০০০	
২৮	বিনিয়োগ হতে লাভ			২০০
২৯	হিসাবরক্ষককে প্রদত্ত ঋণ		২২,০০০	
৩০	হাতে নগদ		২,০২৮	
			১,৭৯,২১৪	১,৭৯,২১৪

টীকা ঃ ক্রয় ও বিক্রয় খতিয়ানের জেরসমূহ যথাক্রমে প্রদেয় হিসাব ও প্রাপ্য হিসাব ।

৪. ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখ জনাব মুনীরের উদ্বৃত্তগুলো নিম্নে দেয়া হলঃ

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
মূলধন	৪০,০০০	সুনাম	১৫,০০০
উত্তোলন	২,৪০০	বেতন	২,৪০০
১০% ঋণ	৫,০০০	ভাড়া	১,৫০০
প্রদেয় হিসাব	২৭,০০০	বিমা	৫০০
প্রাপ্য হিসাব	৪৫,০০০	কারবারি খরচ	১,৮০০
আসবাবপত্র	২,০০০	ভ্রমণ খরচ	৮০০
দালানকোঠা	২০,০০০	শিক্ষানবিশ সেলামি	৪,৫০০
সমন্বিত ক্রয়	৬৮,৯০০	সাধারণ সঞ্চিতি	১০,০০০
বিক্রয়	৯১,৪০০	মজুদ পণ্য (৩১-১২-২০১৫)	১৩,০০০
বিক্রয় ফেরত	১,৪০০	বিজ্ঞাপন	১,০০০
ক্রয় ফেরত	৯০০	ব্যাংক জমা	১,৫০০
নগদ তহবিল	৪০০	ক্রয়	৫০,০০০
মজুরি	১,২০০		

ক. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যের পরিমাণ নির্ণয় করুন।
খ. মোট আয় ও ব্যয়ের পার্থক্য নির্ণয় করুন।
গ. উপরে উল্লিখিত তথ্য থেকে রেওয়ামিল তৈরি করুন।

সমাধানঃ

ক. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যের পরিমাণ নির্ণয়:

বিবরণ	টাকা	টাকা
সমন্বিত ক্রয়	৬৮,৯০০	
যোগ–সমাপনী মজুদ পণ্য	১৩,০০০	
		৮১,৯০০
বিয়োগ- ক্রয়		৫০,০০০
∴ প্রারম্ভিক মজুদ		৩১,৯০০

খ. মোট আয় ও ব্যয়ের পার্থক্য নির্ণয়:

বিবরণ	টাকা	টাকা
আয়সমূহঃ		
বিক্রয়	৯১,৪০০	
শিক্ষানবিশ সেলামি	৪,৫০০	
মোট আয়		৯৫,৯০০
ব্যয়সমুহঃ		
মজুরি	১,২০০	
সমন্বিত ক্রয়	৬৮,৯০০	
বেতন	২,৪০০	
ভাড়া	১,৫০০	
বিমা	৫০০	
কারবারি খরচ	১,৮০০	
ভ্রমণ খরচ	৮০০	
বিজ্ঞাপন	১,০০০	
মোট ব্যয়		৭৮,১০০
∴ পার্থক্য		১৭,৮০০

গ.

জনাব মুনীরের
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ ইং

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃপৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	মূলধন			৪০,০০০
২	উত্তোলন		২,৪০০	
৩	১০% ঋণ			৫,০০০
৪	প্রদেয় হিসাব			২৭,০০০
৫	প্রাপ্য হিসাব		৪৫,০০০	
৬	মজুরি		১,২০০	
৭	সুনাম		১৫,০০০	
৮	বেতন		২,৪০০	
৯	ভাড়া		১,৫০০	
১০	বিমা		৫০০	
১১	আসবাবপত্র		২,০০০	
১২	দালানকোঠা		২০,০০০	
১৩	সমন্বিত ক্রয়		৬৮,৯০০	
১৪	বিক্রয়			৯১,৪০০
১৫	বিক্রয় ফেরত		১,৪০০	
১৬	ক্রয় ফেরত			৯০০
১৭	নগদ তহবিল		৪০০	
১৮	কারবারি খরচ		১,৮০০	
১৯	ভ্রমণ খরচ		৮০০	
২০	শিক্ষানবিশ সেলামি			৪,৫০০
২১	মজুদ পণ্য (৩১-১২-১৫)		১৩,০০০	
২২	বিজ্ঞাপন		১,০০০	
২৩	ব্যাংক জমা		১,৫০০	
২৪	সাধারণ সঞ্চিতি			১০,০০০
			১,৭৮,৮০০	১,৭৮,৮০০

টীকা ঃ ১। সমন্বিত ক্রয় রেওয়ামিলে থাকলে প্রারম্ভিক মজুদপণ্য রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয় না; কিন্তু সমাপনী মজুদপণ্য রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৫. নিম্নোক্ত খতিয়ান উদ্বৃত্তগুলো হতে হেলাল এন্ড কোং-এর হিসাব বই থেকে নেয়া হয়েছেঃ

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৩৫,০০০	প্রাপ্য হিসাব	৫২,০০০
ক্রয়	১,১৫,০০০	প্রদেয় হিসাব	৩৪,০০০
বিক্রয়	২,১০,০০০	বাট্টা প্রাপ্তি	৪,০০০
ক্রয় পরিবহন	১০,০০০	প্রদেয় বিল	১২,০০০
বিক্রয় পরিবহন	৫,০০০	বিজ্ঞাপন	১৫,০০০
বহিঃফেরত	৮,০০০	সাধারণ সঞ্চিতি	২০,০০০
আন্তঃফেরত	৭,০০০	অনাদায়ী দেনা	২,০০০
বেতন	২০,০০০	অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি	৭,০০০
মজুরি	১৪,০০০	আসবাবপত্র	২২,০০০
মঞ্জুরিকৃত বাট্টা	৭,০০০	সমাপনী মজুদ পণ্য	৩৫,০০০

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
কমিশন প্রাপ্তি	৬,০০০	অগ্রিম বিমা	১,০০০
শিক্ষানবিস ভাতা	৫,০০০	মূলধন	৪৫,০০০
উত্তোলন	১৮,০০০		
হাতে নগদ	৩,০০০		
ব্যাংক জমা	১৫,০০০		

ক. চলতি দায়ের পরিমাণ নির্ণয় করুন।

খ. উপরের উদ্বৃত্তগুলো থেকে মোট সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করুন।

গ. উপরে উল্লিখিত তথ্য থেকে রেওয়ামিল প্রস্তুত করুন।

সমাধান:

ক. চলতি দায়ের পরিমাণ নির্ণয়

বিবরণ	টাকা
প্রদেয় হিসাব	৩৪,০০০
প্রদেয় বিল	১২,০০০
	৩৬,০০০

খ. মোট সম্পদের পরিমাণ নির্ণয়:

বিবরণ	টাকা
হাতে নগদ	৩,০০০
ব্যাংক জমা	১৫,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৫২,০০০
আসবাবপত্র	২২,০০০
অগ্রিম বীমা	১,০০০
∴ মোট সম্পদ	৯৩,০০০

গ.

হেলাল এন্ড কোং-এর
রেওয়ামিল

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃপৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	প্রারম্ভিক মজুদপণ্য		৩৫,০০০	
২	ক্রয়		১,১৫,০০০	
৩	বিক্রয়			২,১০,০০০
৪	ক্রয় পরিবহন		১০,০০০	
৫	বিক্রয় পরিবহন		৫,০০০	
৬	বহিঃফেরত			৮,০০০
৭	আন্তঃফেরত		৭,০০০	
৮	বেতন		২০,০০০	
৯	মজুরি		১৪,০০০	
১০	মঞ্জুরিকৃত বাট্টা		৭,০০০	
১১	কমিশন প্রাপ্তি			৬,০০০
১২	শিক্ষানবিস ভাতা		৫,০০০	
১৩	উত্তোলন		১৮,০০০	
১৪	হাতে নগদ		৩,০০০	
১৫	ব্যাংক জমা		১৫,০০০	
১৬	প্রাপ্য হিসাব		৫২,০০০	
১৭	প্রদেয় হিসাব			৩৪,০০০

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃপৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১৮	বাট্টা প্রাপ্তি			৪,০০০
১৯	প্রদেয় বিল			১২,০০০
২০	বিজ্ঞাপন		১৫,০০০	
২১	সাধারণ সঞ্চিতি			২০,০০০
২২	অনাদায়ী দেনা		২,০০০	
২৩	অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি			৭,০০০
২৪	আসবাবপত্র		২২,০০০	
২৫	অগ্রিম বীমা		১,০০০	
২৬	মূলধন			৪৫,০০০
			৩,৪৬,০০০	৩,৪৬,০০০

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচে প্রদত্ত উদ্বৃত্তগুলো ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে আঁখি ট্রেডার্সের হিসাব বই হতে নেওয়া হয়েছে।

	টাকা		টাকা
দালান-কোঠা	৭৫,০০০	শিক্ষানবিশ সেলামী	১,০০০
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	৫০,০০০	প্রাপ্য হিসাব	৩৫,০০০
বেতন ও মজুরি	১০,০০০	প্রাপ্য বিল	৪,৫০০
অনাদায়ী পাওনা	১,৪৫০	প্রদেয় হিসাব	২০,০০০
ক্রয়	১,৯০,০০০	মূলধন	৪৫,০০০
বিক্রয়	৩,৫০,০০০	ক্রয় ফেরত	১,২৫০
প্রাপ্ত বাট্টা	২,০০০	বিক্রয় ফেরত	১,৩০০
ক্রয়ের উপর বাট্টা	১,০০০	বকেয়া মজুরি	১,০০০
বহিঃপরিবহন	৭৫০	সমাপনী মজুদ পণ্য	৩০,০০০
আন্তঃপরিবহন	৫০০	ব্যাংক জমা	২৫,০০০
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	২৫,০০০	হাতে নগদ	২,৭৫০

ক. সমন্বিত ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করুন। খ. চলতি সম্পত্তি ও দায়ের পরিমাণ নির্ণয় করুন। গ. উপরে উল্লিখিত তথ্যের আলোকে একটি রেওয়ামিল প্রস্তুত করুন।

২. নিচে প্রদত্ত উদ্বৃত্তগুলো ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মেসার্স নাফিসা এন্ড কোং-এর হিসাব বই হতে নেওয়া হয়েছে।

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট	হিসাব শিরোনাম	ক্রেডিট
	টাকা		টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	১০,৫০০	মূলধন	১৫,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৩৫,০০০	উত্তোলন	৩,৬০০
পণ্য বিক্রয়	৭৩,৯৫০	প্রদেয় হিসাব	৩০,০০০
বহিঃফেরত	৫০০	পণ্য ক্রয়	৫৫,৫০০
মজুরি	৪,৫০০	আন্তঃফেরত	৯৫০
বেতন	৪,৮০০	বাট্টা প্রদত্ত	২,৭০০
ভাড়া	১,২০০	বাট্টা প্রাপ্তি	১,৬০০
ক্রয় পরিবহন	৬৫০	বিক্রয় পরিবহন	৯০০
আসবাবপত্র	১,২০০	অনাদায়ী পাওনা	৮০০
সঞ্চিতি তহবিল	১৫,০০০	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	১,৫০০
নগদ তহবিল	৪৫০	বিজ্ঞাপন	৮০০
ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	৪,০০০	কলকব্জা	১০,০০০
		সমাপনী মজুদ পণ্য	২৮,৪০০
	১,৫১,৭৫০		১,৫১,৭৫০

ক. চলতি সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করুন। খ. রেওয়ামিল তৈরিতে যে সমস্ত দফা ভুল হয়েছে তার পরিমাণ নির্ণয় করুন। গ. রেওয়ামিলটি শুদ্ধভাবে তৈরি করুন।

৪. নিচে প্রদত্ত উদ্বৃত্তগুলো ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মি. সোহান-এর হিসাব বই হতে নেওয়া হয়েছে।

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট	হিসাব শিরোনাম	ক্রেডিট
দালানকোঠা	৩০,০০০	ওভার ড্রাফটের সুদ	৪০০
আসবাবপত্র	৮,৬০০	বন্ধকী ঋণ	৩,২০০
মূলধন	৩০,০০০	বকেয়া বেতন ও মজুরি	১,০০০
উত্তোলন	৫,০০০	বিক্রয় ফেরত	২০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন	৪,২০০	মজুরিকৃত বাট্টা	১,৬০০
মজুদ পণ্য (১.১.২০১৫)	২২,০০০	প্রাপ্ত বাট্টা	২,৬০০
প্রদেয় হিসাব	১৩,৮০০	বিমা সেলামী	২,০০০
পণ্য ক্রয়	১,১০,০০০	কমিশন মঞ্জুর	২,২০০
প্রাপ্য হিসাব	১৮,০০০	ক্রয় পরিবহন	১,৮০০
উপভাড়াটিয়া হতে প্রাপ্ত ভাড়া	১,০০০	অনাদায়ী পাওনা	৮০০
পণ্য বিক্রয়	১,৫০,০০০	৬% বিনিয়োগ	২০,০০০
সাধারণ সঞ্চিতি	১৫,০০০	প্রাপ্য বিল	৫,০০০
ঋণ হিসাব	১০,০০০	প্রদেয় বিল	১০,০০০
যন্ত্রপাতি	১০,০০০	সমাপনী মজুত (৩১.১২.২০১৫)	২৫,০০০
বিক্রয়পণ্যের পরিবহন	১,০০০	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	২,০০০
আস্তাবল খরচ	২০০	কারবারি খরচ	১,০০০
আয়কর	১,২০০		

ক. মালিকানা স্বত্ব হ্রাস করে এমন দফাগুলোর যোগফল নির্ণয় করুন। খ. স্থায়ী সম্পদ ও চলতি সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করুন। গ. উপরে উল্লিখিত তথ্যাবলির আলোকে রেওয়ামিল প্রস্তুত করুন।

৫. নিচে প্রদত্ত উদ্বৃত্তগুলো ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নওয়াজ ট্রেডার্সের হিসাব বই হতে নেওয়া হয়েছে।

	টাকা		টাকা
হাতে নগদ	৭,৫০০	সাধারণ সঞ্চিতি	২৮,৫০০
ক্রয়	৯০,০০০	কু-ঋণ	৩,০০০
বহিঃপরিবহন	৩,০০০	প্রাপ্ত বাট্টা	১,০০০
মজুরি ও বেতন	১২,০০০	ভাড়া প্রাপ্ত	২,৫০০
সাধারণ খরচ	৫,০০০	মঞ্জুরিকৃত বাট্টা	১,৫০০
কর ও বীমা	২,০০০	প্রাপ্য বিল	২৪,০০০
বিক্রয়	১,৩০,০০০	আন্তঃফেরত	৬,০০০
মূলধন	৯০,০০০	প্রারম্ভিক মজুদ	২২,০০০
উত্তোলন	১৫,০০০	বিমা সেলামী	১,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন	৩৫,০০০	প্রাপ্য হিসাব	৩০,০০০
সমাপনী মজুদ পণ্য	১৫,০০০	উপ-ভাড়া	৩,০০০
আসবাবপত্র	১৫,০০০	সুনাম	২০,০০০
কু-ঋণ সঞ্চিতি	৫,০০০	প্রদেয় হিসাব	২৫,০০০
ক্রয় ফেরত	৬,০০০	৬% বিনিয়োগ	২৫,০০০
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	৩০,০০০	মামুনের ঋণ হিসাব	১৮,০০০
ভূমি ও দালানকোঠা	৫০,০০০	শিক্ষানবিস ভাতা	৩,০০০
প্রদেয় বিল	২৫,০০০		

ক. মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তির পরিমাণ নির্ণয় করুন।
খ. স্থায়ী সম্পদ ও চলতি দায়ের পরিমাণ নির্ণয় করুন।
গ. উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ থেকে রেওয়ামিল প্রস্তুত করুন।

৬. নিচে প্রদত্ত উদ্বৃত্তগুলো ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে হাবিব এন্ড সন্সের হিসাব বই হতে নেওয়া হয়েছে।

	টাকা		টাকা
বকেয়া মজুরি	১,০০০	শিক্ষানবিস সেলামী	১,৫০০
প্রাপ্য হিসাব	৩০,০০০	বীমা সেলামী	৫০০
মূলধন	৫০,০০০	ক্রয় ফেরত	২,০০০
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	১৯,০০০	আমদানি শুল্ক	২,০০০
প্রদেয় হিসাব	১৮,০০০	বিনিয়োগ	১৫,০০০
ঘোড়া ও গাড়ি	১০,০০০	ঋণপত্র	২০,০০০
ক্রয়	২৫,০০০	বন্ধকী ঋণ	৩৮,০০০
হাতে নগদ	১০,০০০	মেরামত	২,০০০
ব্যাংকে জমা	৩১,০০০	বিনিয়োগের সুদ	১,৫০০
বিক্রয়	৬০,০০০	বন্ধকী ঋণের সুদ	১,০০০
মজুরি	৭,০০০	দালানকোঠা	৩০,০০০
যন্ত্রপাতি	২০,০০০	আস্তাবল খরচ	৫০০
প্রদত্ত বাট্টা	২,০০০	প্রাপ্ত বাট্টা	১,০০০
বেতন	১০,০০০	প্রাপ্ত কমিশন	২,০০০
বকেয়া খরচ	৩,০০০	অনাদায়ী পাওনা	৬,০০০
উত্তোলন	৫,০০০	অবচয় সঞ্চিতি	৪,০০০
সাধারণ সঞ্চিত	২০,০০০	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	৪,০০০

ক. অপরিচালন আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করুন। খ. মুনাফাজাতীয় আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করে পার্থক্য দেখান। গ. উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে রেওয়ামিল প্রস্তুত করুন।

৭. নিচে প্রদত্ত উদ্বৃত্তগুলো ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে জনাব খালেদের হিসাব বই হতে নেওয়া হয়েছে।

	টাকা		টাকা
হাতে নগদ	১৫,০০০	মজুরি	৭,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	২২,০০০	সমাপনী মজুদ	২০,০০০
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	৮,০০০	সাধারণ সঞ্চিতি	১৬,০০০
মূলধন	৮০,০০০	উপ-ভাড়া	৮,০০০
উত্তোলন	১০,০০০	ব্যাংক চার্জ	২০০
অনাদায়ী পাওনা	৩,০০০	আন্তঃপরিবহন	৭০০
বাট্টা	২,০০০	বহিঃপরিবহন	৫০০
প্রাপ্য হিসাব	৩৫,০০০	বাড়ি ভাড়া	৫,০০০
প্রদেয় বিল	১৫,০০০	মনিহারি	৫০০
প্রদেয় হিসাব	২৪,০০০	শিক্ষানবিস সেলামী	২,০০০
প্রাপ্য বিল	২৫,০০০	কমিশন প্রাপ্তি	৩,০০০
আসবাবপত্র	১৪,১০০	ঋণের সুদ	২,০০০
দালানকোঠা	৪০,০০০	বেতন	১০,০০০
৮% বিনিয়োগ	৭০,০০০	বকেয়া বেতন	৩,০০০
বিক্রয়	১,২০,০০০	অগ্রিম প্রদত্ত বাড়ি ভাড়া	২,০০০
৬% ঋণ	২৪,০০০	অগ্রিম বিজ্ঞাপন খরচ	৩,০০০
সমন্বিত ক্রয়	৬০,০০০		

ক. সমন্বিত ক্রয় নির্ণয়ের সূত্রটি লিখুন। খ. মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করুন। গ. উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে রেওয়ামিল প্রস্তুত করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ– ৪.১	ঃ	১.গ	২.গ	৩.ঘ	৪.গ	৫.গ	৬. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ণ– ৪.২	ঃ	১.গ	২.ক	৩.ঘ	৪.ক	৫.ক	৬. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ণ– ৪.৩	ঃ	১.ক	২.ক	৩.ঘ	৪.খ	৫.গ	৬. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ণ– ৪.৪	ঃ	১.গ	২.ক	৩.খ	৪.গ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ণ– ৪.৫	ঃ	১.খ	২.ক	৩.ঘ	৪.খ	৫.ক	